ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৪র্থ পত্র: আত তাফসীরুল মুয়াসির-২

مجموعة (ب) : الاسئلة الموجزة

سورة يونس : সুরা ইউনুস

২৮। سورة يونس مكية ام مدنية؟ كم اية فيها؟ ومتى نزلت هذه السورة؟ [সুরা ইউনুস মাক্কী না মাদানী সুরা? এ সুরায় কয়টি আয়াত আছে? এ সুরা কখন অবতীর্ণ হয়?]
২৯। بين وجه التسمية لسورة يونس - [সুরা ইউনুসের নামকরণের কারণ বর্ণনা কর।]
৩০। بين مزايا سورة يونس بالاختصار - [সুরা ইউনুসের বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
৩১। ما معنى من الحروف المقطعات "الر"؟ [হুরূফে মুকাত্তায়াত الر-এর হেকমত কী?]
৩২। ما معنى "قدم صدق"؟ [قدم صدق-এর অর্থ কী?]
৩৩। ما الفرق بين الضياء والنور؟ [نور ও ضياء-এর মধ্যে পার্থক্য কী?]
৩৪। ما السر في تخصيص الشمس بالضياء والقمر بالنور؟ [সূর্যের আলোকে ضياء এবং চাঁদের আলোকে نور দ্বারা বিশেষায়িত করার রহস্য কী?]
৩৫। ما معنى الخليفة لغة وشرعا؟ [خليفة শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী?]
৩৬। ما هي مسئولية خليفة الله تعالى في الارض؟ [পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব কী?]
৩৭। ما معنى السورة لغة واصطلاحا؟ [السورة-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?]
৩৮। ما معنى الاية لغة واصطلاحا؟ [الاية-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?]
৩৯। ما معنى قوله تعالى "وشفاء لما في الصدور"؟ [মহান আল্লাহর বাণী وشفاء لما في الصدور-এর মর্মার্থ কী?]
৪০। من هم اولياء الله؟ [আল্লাহ তায়ালার ওলী কারা?]
৪১। ما معنى قوله تعالى "واجعلوا بيوتكم قبلة"؟ [আল্লাহ তায়ালার বাণী واجعلوا بيوتكم قبلة-এর অর্থ কী?]

৪২। بين واقعة غرق فرعون موجزا - [ফিরআউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
৪৩। لماذا لم ينفع ايمان فرعون عند الغرق؟ [ডুবে যাওয়ার সময়ে ফিরআউনের ঈমান কেন কোনো কাজে আসেনি?]
৪৪। لم ابق يونس عليه السلام من قومه؟ [হজরত ইউনুস (আ) কেন স্বীয় সম্প্রদায় থেকে পালিয়ে গেলেন?]
৪৫। اكتب دعوة يونس عليه السلام - [হজরত ইউনুস (আ)-এর দাওয়াত প্রসঙ্গে লেখ।]
৪৬। كيف نجا يونس عليه السلام من بطن الحوت؟ [হজরত ইউনুস (আ) কীভাবে মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন?]
৪৭। ما هما الاستغفار والدعاء؟ [استغفار ও دعاء কী?]
৪৮। هل المصائب تزيل بالاستغفار والدعاء؟ [ইস্তিগফার ও দোয়ার দ্বারা কি বিপদাপদ দূর হয়?]
৪৯। ما معنى الوحى لغة وشرعا؟ [وحى-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?]
৫০। اكتب اقسام الوحى بالايجاز - [ওহী-এর প্রকারভেদ সংক্ষেপে লেখ।]
৫১। كيف نزل القران الكريم على رسولنا محمد رسول الله (ص)؟ [আমাদের রাসুল হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর কুরআন কীভাবে নাযিল হয়েছিল?]
৫২। هل يوحى الى غير الانبياء؟ [নবীগণ ছাড়া অন্য কারও নিকট ওহী আসে কি না?]
৫৩। اكتب فضيلة الصبر - [الصبر-এর ফযিলত লেখ।]

سورة هود : সূরা হুদ

৫৪। اكتب وجه التسمية لسورة هود - [সূরা হুদ-এর নামকরণের কারণ লেখ।]
৫৫। فسر قوله تعالى "وكان عرشه على الماء" - [মহান আল্লাহর বাণী وكان عرشه على الماء-এর তাফসীর কর।]
৫৬। هل الماء والعرش كانا مخلوقين قبل خلق السموات والارض؟ بين بالاختصار - [পানি ও আরশ কি আসমান ও জমিনসমূহ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]
৫৭। بين الطوفان في زمان النوح عليه السلام بالايجاز - [হজরত নুহ (আ)-এর সময়কার মহাপ্লাবন সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

৫৮। كيف نادى نوح عليه السلام ابنه وهو يعلم انه ليس بمؤمن؟ [হজরত নুহ (আ) কীভাবে তাঁর ছেলেকে নৌকাতে আরোহণ করতে ডেকেছিলেন অথচ তিনি জানতেন যে, সে মুমিন নয়?]

৫৯। الى اى قوم ارسل هود عليه السلام؟ واين مساكن قوم هود عليه السلام؟ [হজরত হুদ (আ) কোন জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন এবং হুদ (আ)-এর জাতির অবস্থান কোথায়?]

৬০। اكتب دعوة هود عليه السلام - [হজরত হুদ (আ)-এর দাওয়াত প্রসঙ্গে লেখ।]

৬১। ماذا تعرف عن قوم هود؟ [হুদ জাতি সম্পর্কে তুমি কী জান?]

৬২। اذكر تعريف قوم عاد وثمود مختصرا - [আদ ও সামুদ জাতির পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]

৬৩। من هم قوم ثمود؟ واين كانت مساكنهم؟ بين - [সামুদ জাতি কারা? তাদের বাসস্থান কোথায় ছিল? বর্ণনা কর।]

৬৪। هل صالح عليه السلام من اولى العزم من الرسل؟ [হজরত সালেহ (আ) কি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ রাসুলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন?]

৬৫। الى اية قرية ارسل سيدنا شعيب عليه السلام؟ اذكر اهم الجهات الشنيعة من اخلاقهم - [সাইয়েদুনা হজরত শুয়াইব (আ)-কে কোন জনপদে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে জনপদবাসীর চরিত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খারাপ দিক উল্লেখ কর।]

৬৬। من هم قوم مدين والايكة؟ بين تعريفهم - [মাদইয়ান ও আইকা জাতি কারা? তাদের পরিচয় বর্ণনা কর।]

৬৭। ما هو سبب نزول الاية "اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من اليل ان الحسنات يذهبن السيئات ... الاية"؟ [اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من اليل ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কী? ان الحسنات يذهبن السيئات]

৬৮। فسر قوله تعالى "اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من اليل - [মহান আল্লাহর বাণী "اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من اليل- এর তাফসীর কর।]

৬৯। ما المراد بالحسنات والسيئات في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات - [মহান আল্লাহর বাণী ان الحسنات يذهبن السيئات- দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?]

৭০। ما هى التسلية للرسول (ص) بذكر قصص الانبياء؟ [নবীগণের কাহিনি উল্লেখের মাঝে রাসুল (স)-এর কী সান্ত্বনা রয়েছে?]

৭১। ما الفرق بين النبى والرسول؟ [নবী ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?]

৭২। كم من نبى ذكرت اسماءهم في القران الكريم؟ [আল কুরআনুল কারীমে কতজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?]

সূরা ইউনুস : سورة يونس

২৮। সূরা ইউনুস মাক্কী না মাদানী সূরা? এ সূরায় কয়টি আয়াত আছে? এ সূরা কখন অবতীর্ণ হয়? (سورة يونس مكية ام مدنية؟ كم اية فيها؟ ومتى نزلت هذه السورة؟)

উত্তর: সূরার পরিচয়:

১. **মাক্কী না মাদানী:** বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সূরা ইউনুস একটি **মাক্কী সূরা**। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এই সূরার কিছু আয়াত ছাড়া বাকি সবই মক্কায় অবতীর্ণ।

২. **আয়াত সংখ্যা:** এই সূরার মোট আয়াত সংখ্যা **১০৯টি**।

৩. **অবতীর্ণের সময়কাল:** নবুওয়াতের শেষ দিকে, বিশেষ করে মক্কার জীবনের শেষ পর্যায়ে হিজরতের কিছুকাল আগে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি সূরা আল-আ'রাফের পরে এবং সূরা হুদ-এর আগে নাযিল হয়েছে।

২৯। সূরা ইউনুসের নামকরণের কারণ বর্ণনা কর। (بين وجه التسمية لسورة يونس)

উত্তর: নামকরণ (وجه التسمية): এই সূরার ৯৮ নং আয়াতে হযরত ইউনুস (আ.) এবং তাঁর কওমের বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের ইতিহাসে ইউনুস (আ.)-এর জাতিই একমাত্র জাতি, যারা আযাব আসার পূর্বমুহূর্তে তওবা করেছিল এবং আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করে আযাব সরিয়ে নিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: (اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ) ''তবে ইউনুসের কওম ছাড়া (অন্য কোনো জনপদবাসী এমন হয়নি); যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের ওপর থেকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দূর করে দিলাম।'' এই ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় ঘটনার স্মরক হিসেবেই সূরার নাম 'সূরা ইউনুস' রাখা হয়েছে।

৩০। সূরা ইউনুসের বৈশিষ্ট্যাবলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (بين مزايا سورة يونس بالاختصار)

উত্তর: সূরা ইউনুস আল-কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মাক্কী সূরা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ: **১. আকিদার মৌলিক বিষয়:** তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রমাণাদি এতে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। **২. ওহীর সত্যতা:** কাফেররা কুরআনকে জাদুর কিতাব বা কবিতা বলত। এই সূরায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে

দেওয়া হয়েছে যে, পারলে এর মতো একটি সূরা বানিয়ে আনো। ৩. **পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনি:** নূহ (আ.), মুসা (আ.) ও ফিরআউনের কাহিনি এবং বিশেষত ইউনুস (আ.)-এর কওমের তওবার ঘটনা বর্ণনা করে উম্মতে মুহাম্মদীকে সতর্ক ও সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। ৪. **আল্লাহর কুদরত:** সূর্যের আলো (দিয়া) ও চাঁদের আলো (নূর)-এর বৈজ্ঞানিক পার্থক্য এবং মহাজাগতিক নিদর্শনের বর্ণনা এই সূরায় রয়েছে।

৩১। হুরূফে মুকাত্তায়াত 'আলিফ-লাম-রা' এর হেকমত কী? (ما معنى من الحروف المقطعات "الر"؟)

উত্তর: সূরা ইউনুসের শুরুতে রয়েছে (الر) 'আলিফ-লাম-রা'। এগুলোকে **'হুরূফে মুকাত্তায়াত'** (বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা) বলা হয়।

অর্থ ও হেকমত: ১. আল্লাহই ভালো জানেন (اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهٖ): জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, এগুলো 'মুতাশাবিহাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। ২. **কুরআনের মুজিযা:** কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, আরবের কাফেররা আরবি বর্ণমালা জানত। আল্লাহ এই বর্ণগুলো দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন তোমাদের পরিচিত বর্ণ দিয়েই গঠিত, তবুও তোমরা এর মতো কিছু বানাতে অক্ষম। এটি কুরআনের অলৌকিকত্বের চ্যালেঞ্জ। ৩. **মনোযোগ আকর্ষণ:** শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যও আরবরা এ ধরনের বর্ণ ব্যবহার করত।

৩২। 'কদমা সিদক' -এর অর্থ কী? (ما معنى "قدم صدق"؟)

উত্তর: আয়াত: (اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) **অর্থ:** ''তাদের রবের কাছে তাদের জন্য রয়েছে 'কদমা সিদক'।''

'কদমা সিদক' (قَدَمَ صِدْقٍ)-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মত: ১. উচ্চ মর্যাদা (منزلة رفيعة): মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে সুউচ্চ সম্মান ও মর্যাদা। ২. **উত্তম প্রতিদান (اجر حسن):** তাদের নেক আমলের জন্য জান্নাত ও সওয়াব। ৩. **পূর্ববর্তী সৌভাগ্য (سابقة السعادة):** লওহে মাহফুজে তাদের জন্য যে সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ আছে। ৪. **শাফায়াত:** কারো কারো মতে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিন মহানবী (সা.)-এর শাফায়াত বা সুপারিশ বোঝানো হয়েছে। মূলত 'কদম' দ্বারা এখানে স্থায়িত্ব ও সত্যতা বোঝানো হয়েছে।

৩৩। 'দিয়া' ও 'নূর' -এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الضياء والنور؟)

উত্তর: সূরা ইউনুসের ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সূর্য ও চাঁদের আলোর জন্য ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন: (هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا)

পার্থক্য: ১. দিয়া (الضِّيَاءُ): 'দিয়া' হলো এমন আলো যা নিজস্ব সত্তা থেকে নির্গত হয় এবং যার সাথে উত্তাপ বা দহন ক্ষমতা থাকে। সূর্যের আলো নিজস্ব এবং তা তাপযুক্ত, তাই একে 'দিয়া' বলা হয়েছে। ২. **নূর (النُّوْرُ):** 'নূর' হলো এমন আলো যা সাধারণত স্নিগ্ধ এবং অন্যের থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসে। চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, তা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে এবং তা তাপহীন। তাই একে 'নূর' বলা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে, সূর্যের আলো নিজস্ব ও দহনকারী, আর চাঁদের আলো প্রতিফলিত ও শীতল।

৩৪। সূর্যের আলোকে 'দিয়া' এবং চাঁদের আলোকে 'নূর' দ্বারা বিশেষায়িত করার রহস্য কী? (ما السر في تخصيص الشمس بالضياء والقمر بالنور؟)

উত্তর: আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী। তিনি প্রতিটি শব্দের প্রয়োগে সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবিক সত্য তুলে ধরেছেন। **১. সূর্যের ক্ষেত্রে 'দিয়া':** সূর্য হলো সৌরজগতের শক্তির উৎস। 'দিয়া' শব্দের মধ্যে তীব্রতা ও উত্তাপ রয়েছে। দিনকে জীবন্ত ও কর্মক্ষম করার জন্য সূর্যের এই তাপ ও তীব্র আলো অপরিহার্য। তাই একে 'সিরাজ' (প্রদীপ) বা 'দিয়া' বলা হয়েছে। ২. **চাঁদের ক্ষেত্রে 'নূর':** চাঁদ রাতের বেলা আলো দেয়। রাতে মানুষ বিশ্রাম নেয়, তাই তখন উত্তপ্ত আলোর প্রয়োজন নেই; বরং স্নিগ্ধ ও শীতল আলোর প্রয়োজন। 'নূর' শব্দটি সেই স্নিগ্ধতা বোঝায়। তাছাড়া চাঁদ সূর্যের আলো ধার করে জ্বলে, যা 'নূর' শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি কুরআনের এক মহা বৈজ্ঞানিক মুজিযা।

৩৫। 'খলীফা' শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (ما معنى الخليفة لغة وشرعا؟)

উত্তর: সূরা ইউনুসের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: (ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ)

অর্থ: ১. আভিধানিক অর্থ (لغة): 'খলীফা' (خَلِيْفَة) শব্দটি 'খালফুন' (خلف) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ—প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত, পশ্চাদবর্তী, বা যে

অন্যের পরে আসে। বহুবচনে 'খালাইফ' (خَلَٰئِف)। ২. **শরয়ী/পারিভাষিক অর্থ (شرعا):**

- **সাধারণ অর্থ:** এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম পৃথিবীতে আগমন করা এবং পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত হওয়া।
- **বিশেষ অর্থ:** পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন ও তাঁর ইবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী (মানুষ)।

৩৬। পৃথিবীতে মহান আল্লাহর প্রতিনিধির দায়িত্ব কী? (ما هي مسئولية خليفة الله تعالى في الارض؟)

উত্তর: আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। খলীফার প্রধান দায়িত্বগুলো হলো: ১. **ইবাদত প্রতিষ্ঠা:** এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং শিরক মুক্ত সমাজ গড়া। ২. **ইনসাফ কায়েম:** আল্লাহর দেওয়া বিধান (শরিয়ত) অনুযায়ী মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ৩. **ইমারাতুল আরদ (عمارة الارض):** পৃথিবীকে আবাদ করা, অর্থাৎ কৃষি, শিল্প ও হালাল উপায়ে পৃথিবীর সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করা। ৪. **পরীক্ষা দেওয়া:** আল্লাহ বলেন, ''আমি দেখব তোমরা কেমন আমল কর।'' অর্থাৎ ক্ষমতা ও নিয়ামত পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞ হয় নাকি উদ্ধত হয়—তা প্রমাণ করা।

৩৭। 'আস-সূরা' -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى السورة لغة واصطلاحا؟)

উত্তর: আভিধানিক অর্থ (لغة): 'সূরা' (السُّوْرَة) শব্দের মূল অর্থ— ১. **প্রাচীর:** শহর রক্ষা করার প্রাচীরকে 'সূরুল বালাদ' বলা হয়। কুরআনের সূরাগুলো আয়াতগুলোকে ঘিরে রাখে। ২. **উচ্চ মর্যাদা:** মান-সম্মানের উচ্চ শিখর। ৩. **অবশিষ্ট অংশ:** পানপাত্রের অবশিষ্ট পানিকে 'সু'র' বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ (اصطلاحا): আল-কুরআনের একটি নির্দিষ্ট অংশ, যার সুনির্দিষ্ট শুরু ও শেষ আছে এবং যা কমপক্ষে তিনটি আয়াত বা সমপরিমাণ দীর্ঘ বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত, তাকে 'সূরা' বলা হয়। যেমন—সূরা আল-বাকারা, সূরা ইউনুস ইত্যাদি। কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে।

৩৮। 'আল-আয়াত' -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الاية لغة واصطلاحا؟)

উত্তর: আভিধানিক অর্থ (لغة): 'আয়াত' (الاية) শব্দটি আরবি। এর বহুবিধ অর্থ রয়েছে: ১. **নিদর্শন বা চিহ্ন (العلامة):** যা দ্বারা কোনো কিছুর অস্তিত্ব বোঝা যায়। ২. **অলৌকিক বিষয় (المعجزة):** যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। ৩. **ইমারত বা উঁচু দালান (البناء العالي):** যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে স্মৃতিসৌধ (আয়াত) নির্মাণ করছ?'

পারিভাষিক অর্থ (اصطلاحا): আল-কুরআনের সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি, যার সুনির্দিষ্ট শুরু ও শেষ আছে এবং যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত, তাকে 'আয়াত' বলা হয়। কুরআনে ৬০০০-এর অধিক আয়াত রয়েছে।

৩৯। মহান আল্লাহর বাণী 'ওয়া শিফাউল লিমা ফিস সুদূর' -এর মর্মার্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "وشفاء لما في الصدور"؟)

উত্তর: সূরা ইউনুসের ৫৭ নং আয়াতে কুরআন মজিদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন: (وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ)

মর্মার্থ: ১. আত্মিক রোগের নিরাময়: মানুষের অন্তরে যেসব আধ্যাত্মিক রোগ বাসা বাঁধে—যেমন শিরক, কুফর, নিফাক (মুনাফিকি), হাসাদ (হিংসা), রিয়া (লোক দেখানো আমল) ও কুমন্ত্রণা—কুরআন সেগুলোর মহৌষধ। কুরআনের আলোয় অন্তর থেকে এসব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। ২. **শারীরিক নিরাময়:** অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এর দ্বারা শারীরিক রোগমুক্তিও বোঝানো হয়েছে। কুরআনের আয়াত পড়ে ফুঁ দিলে (রুকইয়াহ) আল্লাহ শিফা দান করেন।

৪০। আল্লাহ তায়ালার ওলী কারা? (من هم اولياء الله؟)

উত্তর: সূরা ইউনুসের ৬২ ও ৬৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'ওলী' বা বন্ধুদের পরিচয় এবং তাদের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

ওলীগণের পরিচয়: আল্লাহ বলেন: (اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ) অর্থাৎ, ওলী তারাই, যাদের মধ্যে দুটি প্রধান গুণ রয়েছে: **১. ঈমান (الإيمان):** আল্লাহ, রাসূল

ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস। ২. **তাকওয়া (التقوى):** আল্লাহভীতি বা সকল প্রকার গুনাহ বর্জন করে তাঁর হুকুম পালন করা।

পুরস্কার: আল্লাহ বলেন, ''শুনে রেখ! আল্লাহর ওলীদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।'' তারা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর বিশেষ বন্ধু ও সাহায্যপ্রাপ্ত।

৪১। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'ওয়াজ'আলূ বুয়ূতাকুম কিবলাহ' -এর অর্থ কী? (ما معنى قوله تعالى "واجعلوا بيوتكم قبلة"؟)

উত্তর: আয়াত: (وَ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً) **অর্থ:** ''আর তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কিবলামুখী (বা ইবাদতের স্থান) বানাও।''

তাফসীর ও প্রেক্ষাপট: যখন মিশরে ফিরআউনের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে এবং বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে ইবাদত বা মসজিদ তৈরি করতে পারছিল না, তখন আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে এই নির্দেশ দেন। এর দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে: ১. **মসজিদ বানানো:** তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকেই মসজিদ বানিয়ে নাও এবং গোপনে সেখানে সালাত আদায় কর। ২. **কিবলামুখী করা:** ঘরগুলো নির্মাণের সময় এমনভাবে তৈরি কর যেন তা কাবা বা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করা থাকে, যাতে ঘরে নামাজ পড়তে সুবিধা হয়। বিপদে পড়লে ঘরে জামাতে নামাজ পড়া যে বৈধ, এই আয়াত তার প্রমাণ।

৪২। ফিরআউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (بين واقعة غرق فرعون موجزا)

উত্তর: মুসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতে মিশর ত্যাগ করেন। সকালে ফিরআউন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে। লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে মুসা (আ.) আল্লাহর নির্দেশে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে সমুদ্রের মাঝখানে রাস্তা তৈরি হয় এবং তারা নিরাপদে পার হয়ে যান। ফিরআউন তার বাহিনী নিয়ে সেই রাস্তায় নামলে আল্লাহ তায়ালা পানিকে পুনরায় এক হয়ে যাওয়ার হুকুম দেন। ফলে ফিরআউন ও তার পুরো বাহিনী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ফিরআউন ঈমান আনার ঘোষণা দিয়েছিল, কিন্তু তখন তা আর কবুল করা হয়নি। আল্লাহ তার লাশকে পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হিসেবে রক্ষা করেছেন।

৪৩। ডুবে যাওয়ার সময়ে ফিরআউনের ঈমান কেন কোনো কাজে আসেনি? (لماذا لم ينفع ايمان فرعون عند الغرق؟)

উত্তরঃ ডুবে যাওয়ার সময় ফিরআউন বলেছিল: (اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ) ''আমি ঈমান আনলাম যে, বনী ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।''

ঈমান কবুল না হওয়ার কারণঃ ১. আযাব দেখার পর ঈমানঃ আল্লাহর বিধান হলো, 'আযাবে ইলাহী' বা মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পর ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। একে 'ঈমানে ইয়াস' (হতাশাব্যঞ্জক ঈমান) বলা হয়। ২. **সময় অতিক্রান্তঃ** আল্লাহ তাকে উত্তর দেন: (اٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ) ''এখন (ঈমান আনছ)? অথচ এর আগে তো তুমি অবাধ্যতা করেছ।'' অর্থাৎ তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনলে তা কোনো উপকারে আসে না।

৪৪। হজরত ইউনুস (আ) কেন স্বীয় সম্প্রদায় থেকে পালিয়ে গেলেন? (لم ابق يونس عليه السلام من قومه؟)

উত্তরঃ হজরত ইউনুস (আ.) 'নাইনোভা' বা নিদেঁবা জনপদের অধিবাসীদের বহুদিন ধরে দাওয়াত দিচ্ছিলেন, কিন্তু তারা ঈমান আনছিল না। অবশেষে তিনি তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসার ওয়াদা করেন। নির্ধারিত সময়ে আযাবের লক্ষণ (কালো মেঘ) দেখে তিনি ভাবলেন, আযাব তো এসেই গেছে, এখন আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। অথবা তিনি আশঙ্কা করলেন যে, আযাব যদি দেরিতে আসে তবে কওমের লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী বলবে এবং হত্যা করবে। তাই তিনি আল্লাহর সুনির্দিষ্ট হুকুমের (অনুমতির) অপেক্ষা না করেই রাগান্বিত ও হতাশ হয়ে এলাকা ত্যাগ করেন। কুরআনে একে 'ইবাক' (মনিব থেকে পালানো) বলা হয়েছে, যা নবীদের শানের খেলাফ ছিল বলে আল্লাহ তাঁকে মাছের পেটে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন।

৪৫। হজরত ইউনুস (আ)-এর দাওয়াত প্রসঙ্গে লেখ। (اكتب دعوة يونس عليه السلام)

উত্তরঃ হজরত ইউনুস (আ.) বর্তমান ইরাকের মোসুল নগরীর নিকটবর্তী 'নাইনোভা' জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন। সেখানে লক্ষাধিক লোক বসবাস করত। **তাঁর দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিলঃ ১. তাওহীদঃ** এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করা। ২. **সতর্কীকরণঃ** কুফরি ও পাপাচার অব্যাহত

রাখলে আল্লাহর কঠিন আযাব নেমে আসবে—এ বিষয়ে তিনি তাদের ভীতি প্রদর্শন করেন। যদিও প্রথমে তারা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু ইউনুস (আ.) চলে যাওয়ার পর এবং আযাবের মেঘ দেখে তারা সম্মিলিতভাবে তওবা করে, যা আল্লাহ কবুল করেন।

৪৬। হজরত ইউনুস (আ) কীভাবে মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন? (كيف نجا يونس عليه السلام من بطن الحوت؟)

উত্তর: নদী বা সমুদ্রে নৌকা থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর একটি বিশাল মাছ (হূত) হজরত ইউনুস (আ.)-কে গিলে ফেলে। মাছের পেটের গভীর অন্ধকারে তিনি আল্লাহর জিকির ও তসবিহ পাঠ করতে থাকেন। তিনি পাঠ করেন সেই ঐতিহাসিক দোয়া (দোয়ায়ে ইউনুস): (لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ) ''আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছি।'' তাঁর এই আন্তরিক তওবা ও তাসবীহের কারণে আল্লাহ তায়ালা মাছকে নির্দেশ দেন এবং মাছ তাকে তীরে উগড়ে দেয়। আল্লাহ বলেন, ''সে যদি তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে মাছের পেটেই থাকতে হতো।''

৪৭। 'দোয়া' ও 'ইস্তিগফার' কী? (ما هما الاستغفار والدعاء؟)

উত্তর: ১. দোয়া (الدعاء): আভিধানিক অর্থ ডাকা বা আহ্বান করা। শরয়ী পরিভাষায়, বিনয় ও নম্রতার সাথে আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন তুলে ধরা এবং সাহায্য প্রার্থনা করাকে দোয়া বলা হয়। দোয়া হলো ইবাদতের মগজ (مخ العبادة)।

২. ইস্তিগফার (الاستغفار): আভিধানিক অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। পরিভাষায়, কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে 'মাগফিরাত' বা ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে পাপ না করার সংকল্প করাকে ইস্তিগফার বলা হয়। যেমন—'আস্তাগফিরুল্লাহ' পাঠ করা। এটি বিপদাপদ দূর হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

৪৮। ইস্তিগফার ও দোয়ার দ্বারা কি বিপদাপদ দূর হয়? (هل المصائب تزيل بالاستغفار والدعاء؟)

উত্তর: হ্যাঁ, ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত দূর করে দেন। এর প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহতে বিদ্যমান।

দলিল ও ব্যাখ্যা: ১. সূরা ইউনুসের ঘটনা: হজরত ইউনুস (আ.)-এর কওমের ওপর আযাবের মেঘ চলে এসেছিল। কিন্তু যখন তারা সম্মিলিতভাবে তওবা ও ইস্তিগফার করল এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করল, তখন আল্লাহ তাদের ওপর থেকে নিশ্চিত আযাব সরিয়ে নিলেন। (সূরা ইউনুস: ৯৮) ২. **অন্যান্য আয়াত:** আল্লাহ তায়ালা বলেন, ''আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করা অবস্থায় তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।'' (সূরা আনফাল: ৩৩) ৩. **হাদিস শরীফ:** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ''দোয়া ব্যতীত অন্য কিছু তকদীর পরিবর্তন করতে পারে না।'' (তিরমিযি)। সুতরাং বিপদ দূর করার অন্যতম হাতিয়ার হলো ইস্তিগফার ও দোয়া।

৪৯। 'ওহী'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? (ما معنى الوحى لغة وشرعا؟)

উত্তর: আভিধানিক অর্থ (لغة): 'ওহী' (اَلْوَحْيُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ— ১. **গোপন ইশারা (الإشارة السريعة):** দ্রুত ও গোপনে কাউকে কিছু জানানো। ২. **লিপিবদ্ধ করা (الكتابة):** কোনো কিছু লিখে রাখা। ৩. **অন্তরে প্রক্ষেপ করা (الإلهام):** কারো মনে কোনো কথা ঢেলে দেওয়া। ৪. **গোপন কথা (الكلام الخفي):** যা বক্তা ও শ্রোতা ছাড়া তৃতীয় কেউ বোঝে না।

পারিভাষিক অর্থ (شرعا): আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী-রাসূলগণের কাছে মানবজাতির হেদায়েতের জন্য ফেরেশতার মাধ্যমে বা সরাসরি যে বাণী, সংবাদ বা বিধান প্রেরণ করেন, তাকে 'ওহী' বলা হয়। আল্লামা যারকানী (রহ.) বলেন, ''আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে মনোনীত করেন, তাকে যে বিশেষ পন্থায় হেদায়েত ও ইলম দান করেন, তাই হলো ওহী।''

৫০। ওহী-এর প্রকারভেদ সংক্ষেপে লেখ। (اكتب اقسام الوحى بالايجاز)

উত্তর: ওহী প্রধানত দুই প্রকার:

১. ওহী মাতলূ (الوحي المتلو): যে ওহী তিলাওয়াত করা হয়। অর্থাৎ, যার শব্দ ও অর্থ উভয়টিই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত এবং যা নামাজে পড়া হয়। যেমন—**আল-কুরআন**।

২. ওহী গায়ের মাতলূ (الوحي غير المتلو): যে ওহী তিলাওয়াত করা হয় না। অর্থাৎ, যার মর্মার্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে কিন্তু শব্দাবলী নবীর নিজস্ব। এটি নামাজে তিলাওয়াত করা জায়েয নেই। যেমন—**হাদিস শরীফ** (হাদিসে কুদসি ও হাদিসে নববী)।

ওহী নাজিলের পদ্ধতি: ওহী নাজিলের পদ্ধতি মূলত তিনটি (সূরা শূরা: ৫১ অনুযায়ী)—১. স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে, ২. পর্দার আড়াল থেকে সরাসরি কথা বলা (যেমন মুসা আ.-এর সাথে), ৩. ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে।

৫১। আমাদের রাসুল হজরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর কুরআন কীভাবে নাযিল হয়েছিল? (كيف نزل القران الكريم على رسولنا محمد رسول الله (ص)؟)

উত্তর: আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার প্রক্রিয়াটি দুটি প্রধান পর্যায়ে সম্পন্ন হয়েছে:

১. প্রথম পর্যায় (লাওহে মাহফুজ থেকে বাইতুল ইজ্জাহ): পবিত্র কদরের রাতে (লাইলাতুল কদর) আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ 'লাওহে মাহফুজ' থেকে প্রথম আসমানের 'বাইতুল ইজ্জাহ' নামক স্থানে একত্রে নাজিল করেন। দলিল: (اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ''নিশ্চয়ই আমি এটি কদরের রাতে নাজিল করেছি।''

২. দ্বিতীয় পর্যায় (বাইতুল ইজ্জাহ থেকে দুনিয়ায়): নবুওয়াতের ২৩ বছর জিন্দেগিতে প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট (শানে নুযুল) অনুযায়ী জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর নাজিল করা হয়। হেরা গুহায় সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নাজিলের মাধ্যমে এই ধারা শুরু হয় এবং বিদায় হজে পূর্ণতা পায়।

৫২। নবীগণ ছাড়া অন্য কারও নিকট ওহী আসে কি না? (هل يوحى الى غير الانبياء؟)

উত্তর: এই প্রশ্নের উত্তর 'ওহী' শব্দের অর্থের ওপর নির্ভর করে:

১. **শরিয়তের পরিভাষায় (নবুওয়তের ওহী):** পারিভাষিক অর্থে, অর্থাৎ নবুওয়াতী ওহী নবী-রাসূল ছাড়া অন্য কারো কাছে আসে না। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ইন্তেকালের মাধ্যমে এই ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

২. **আভিধানিক অর্থে (ইলহাম বা স্বভাবজাত নির্দেশনা):** আভিধানিক অর্থে (গোপন ইঙ্গিত বা ইলহাম) ওহী নবী ছাড়াও অন্যদের কাছে আসতে পারে। কুরআন মাজিদে এর কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে:

- **মৌমাছির প্রতি ওহী:** (وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ) ''আপনার রব মৌমাছিকে ওহী (স্বভাবজাত জ্ঞান) পাঠালেন।'' (সূরা নাহল: ৬৮)
- **মুসা (আ.)-এর মায়ের প্রতি ওহী:** (وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى) ''আমি মুসার মায়ের অন্তরে ইঙ্গিত করলাম।'' (সূরা কাসাস: ৭)
- **হাওয়ারীদের প্রতি ওহী:** ঈসা (আ.)-এর সঙ্গীদের অন্তরে আল্লাহ ইলহাম করেছিলেন। এই ধরনের ওহী নবুওয়াতের দলিল নয়, বরং আল্লাহর বিশেষ নির্দেশনা বা ইলহাম।

৫৩। 'সবর' (ধৈর্য)-এর ফযিলত লেখ। (اكتب فضيلة الصبر)

উত্তর: সূরা ইউনুসের শেষ আয়াতে (১০৯ নং) আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে 'সবর' বা ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামে সবরের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম।

ফযিলতসমূহ: ১. আল্লাহর সঙ্গ লাভ: আল্লাহ বলেন, (اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ) ''নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'' (সূরা বাকারা: ১৫৩) ২. **বিনা হিসেবে প্রতিদান:** আল্লাহ বলেন, ''ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান বিনা হিসেবে দেওয়া হবে।'' (সূরা যুমার: ১০) ৩. **নেতৃত্ব লাভ:** দ্বীনের পথে অটল থাকার কারণে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, ''আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা বানিয়েছিলাম, যারা আমার নির্দেশে পথ দেখাত, যখন তারা সবর করেছিল।'' ৪. **জান্নাত লাভ:** মুমিনের বিপদে সবরের বিনিময় হলো জান্নাত। সূরা ইউনুসের প্রেক্ষাপটে, কাফেরদের অত্যাচারে সবর করা ছিল বিজয়ের পূর্বশর্ত।

সূরা হুদ : سورة هود

৫৪। সূরা হুদ-এর নামকরণের কারণ লেখ। (اكتب وجه التسمية لسورة هود)

উত্তর: এই সূরার ৫০ থেকে ৬০ নং আয়াত পর্যন্ত আদ জাতির নবী হযরত হুদ (আ.)-এর ঘটনা এবং তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর কথোপকথন বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই ঘটনাটি কুরআনের অন্য কোথাও এতটা বিশদভাবে আসেনি। এ কারণেই সূরার নাম 'সূরা হুদ' রাখা হয়েছে। নবী কারীম (সা.) বলেছিলেন, ''সূরা হুদ ও এর সমগোত্রীয় সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে।'' কারণ এতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপর আযাবের ভয়াবহ বর্ণনা রয়েছে।

৫৫। মহান আল্লাহর বাণী 'ওয়া কানা 'আরশুহু 'আলাল মা-ই' -এর তাফসীর কর। (فسر قوله تعالى "وكان عرشه على الماء")

উত্তর: সূরা হুদ-এর ৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: (وَ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ) ''এবং তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর।''

তাফসীর: এই আয়াতে আসমান ও জমিন সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মুফাসসিরগণের মতে: ১. আসমান ও জমিন সৃষ্টির আগে মহান আল্লাহর 'আরশ' পানির ওপর অবস্থিত ছিল। ২. সহিহ বুখারীর হাদিসে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ''আল্লাহ ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, আর তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর।'' ৩. এর দ্বারা বোঝা যায়, মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্রমবিকাশে পানি একটি আদি উপাদান এবং আরশের অবস্থান আল্লাহর মহা-ক্ষমতার নিদর্শন।

৫৬। পানি ও আরশ কি আসমান ও জমিনসমূহ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল? সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (هل الماء والعرش كانا مخلوقين قبل خلق السموات والارض؟ بين بالاختصار)

উত্তর: হ্যাঁ, জমহুর মুফাসসির ও উলামায়ে কেরামের মতে, পানি ও আরশ আসমান-জমিন সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা হুদ-এর ৭ নং আয়াত (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যখন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা হচ্ছিল, তখনো আরশ পানির ওপর বিদ্যমান ছিল। হাদিস শরীফে এসেছে, ''আল্লাহ তায়ালা আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলুকাতের তাকদীর

লিখেছিলেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর।" (সহিহ মুসলিম)। সুতরাং আরশ ও পানি আসমান-জমিনের পূর্বেই সৃষ্ট।

৫৭। হজরত নূহ (আ)-এর সময়কার মহাপ্লাবন সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (بين الطوفان في زمان النوح عليه السلام بالايجاز)

উত্তর: হজরত নূহ (আ.) সাড়ে নয়শ বছর দাওয়াত দেওয়ার পরেও যখন তাঁর কওম ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহর কাছে ফয়সালার দোয়া করলেন। আল্লাহ তাঁকে একটি নৌকা (কিস্তি) তৈরির নির্দেশ দেন। **মহাপ্লাবনের দৃশ্য: ১.** আল্লাহর আদেশে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। ২. জমিনের নিচ থেকে এবং চুল্লি (তান্নুর) থেকে পানি উৎসারিত হতে থাকে। ৩. উভয় পানি মিলে এমন এক ভয়ংকর প্লাবন সৃষ্টি হয় যা বড় বড় পাহাড়কেও ডুবিয়ে দেয়। এই প্লাবনে নৌকার আরোহী (ঈমানদারগণ ও জোড়ায় জোড়ায় পশুপাখি) ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত কাফের ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে 'জুদী' পাহাড়ে নৌকা নোঙর করে এবং পানি নেমে যায়।

৫৮। হজরত নূহ (আ) কীভাবে তাঁর ছেলেকে নৌকাতে আরোহণ করতে ডেকেছিলেন অথচ তিনি জানতেন যে, সে মুমিন নয়? (كيف نادى نوح عليه السلام ابنه وهو يعلم انه ليس بمؤمن؟)

উত্তর: হজরত নূহ (আ.) তাঁর ছেলে 'কানা'আন' বা 'ইয়াম'-কে নৌকায় ওঠার জন্য ডেকেছিলেন: (يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا) "হে বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর।" তিনি জানতেন কাফেরদের ধ্বংস অনিবার্য, তবুও ডাকার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন: **১. পৈতৃক স্নেহ:** সন্তানের প্রতি পিতার স্বভাবজাত ভালোবাসার কারণে তিনি শেষ মুহূর্তেও আশা করেছিলেন যে, হয়তো ছেলে ঈমান আনবে এবং নৌকায় উঠবে। ২. **মুনাফিকি:** হয়তো ছেলেটি প্রকাশ্যে ঈমানদার হওয়ার ভান করত এবং গোপনে কুফরি করত, তাই নূহ (আ.) তাকে ঈমানদার মনে করে ডেকেছিলেন। ৩. **শেষ দাওয়াত:** এটি ছিল তাকে তওবা করে ঈমান আনার চূড়ান্ত আহ্বান। কিন্তু সে অহংকারবশত পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিতে চাইল এবং শেষ পর্যন্ত ডুবে মরল।

৫৯। হজরত হুদ (আ) কোন জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন এবং হুদ (আ)-এর জাতির অবস্থান কোথায়? (واين الى اى قوم ارسل هود عليه السلام؟ مساكن قوم هود عليه السلام؟)

উত্তর: প্রেরিত জাতি: হজরত হুদ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন **'আদ' (عاد)** জাতির নিকট। তারা নূহ (আ.)-এর প্লাবনের পর পৃথিবীতে প্রথম শক্তিশালী জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

অবস্থান: আদ জাতির বাসস্থল ছিল **'আল-আহকাফ' (الْأَحْقَاف)** নামক এলাকায়। ভৌগোলিকভাবে এটি ইয়েমেনের হাজরামাত ও ওমানের মধ্যবর্তী এক বিশাল বালুকাময় মরুভূমি অঞ্চল। তারা সেখানে বড় বড় স্তম্ভ ও অট্টালিকা (ইরাম) নির্মাণ করে বসবাস করত।

৬০। হজরত হুদ (আ)-এর দাওয়াত প্রসঙ্গে লেখ। (اكتب دعوة هود عليه السلام)

উত্তর: হজরত হুদ (আ.) আদ জাতিকে যে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তার মূল কথাগুলো সূরা হুদ-এ বর্ণিত হয়েছে: **১. তাওহীদ:** (يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ) ''হে আমার জাতি! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।'' **২. মিথ্যা বর্জন:** তিনি তাদের মূর্তিপূজাকে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ (ইফতিরা) বলে অভিহিত করেন। **৩. নিঃস্বার্থ দাওয়াত:** তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না, আমার পুরস্কার আল্লাহর কাছে। **৪. ইস্তিগফার:** তিনি তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করার আহ্বান জানান, যাতে আল্লাহ তাদের শক্তি ও রিযিক বাড়িয়ে দেন। **৫. চ্যালেঞ্জ গ্রহণ:** কওমের লোকেরা যখন তাকে ধ্বংসের হুমকি দিল, তখন তিনি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন।

৬১। হুদ জাতি সম্পর্কে তুমি কী জান? (ماذا تعرف عن قوم هود؟)

উত্তর: হুদ (আ.)-এর সম্প্রদায় বা 'আদ' জাতি সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে: **১. শারীরিক গঠন:** তারা ছিল অত্যন্ত দীর্ঘদেহী ও শক্তিশালী। কুরআনে বলা হয়েছে, ''তোমাদের শারীরিক গঠনে আল্লাহ প্রবৃদ্ধি দান করেছেন।'' তারা অহংকার করে বলত, ''আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে?'' **২. সভ্যতা:** তারা পাথর কেটে সুউচ্চ স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা (ইরাম যাতিল 'ইমাদ) নির্মাণে দক্ষ ছিল। **৩. পরিণতি:** হুদ (আ.)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় আল্লাহ তাদের ওপর সাত রাত ও আট দিন ধরে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু (রিহুন সারসার) প্রবাহিত করেন। এতে তারা উপুড় হয়ে এমনভাবে পড়ে ছিল যেন তারা খেজুর গাছের অন্তঃসারশূন্য কাণ্ড।

৬২। আদ ও সামুদ জাতির পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (اذكر تعريف قوم عاد وثمود مختصرا)

উত্তর: আদ (عاد) জাতি:

- **বংশ:** নূহ (আ.)-এর পুত্র সাম-এর বংশধর। এরা 'আরাবে বায়েদা' বা বিলুপ্ত আরবদের অন্তর্ভুক্ত।
- **নবী:** হজরত হুদ (আ.)।
- **আযাব:** প্রচণ্ড ঘূর্ণিবার্তা ও ঝড়ো হাওয়া।

সামুদ (ثمود) জাতি:

- **বংশ:** আদ জাতির পরবর্তী প্রজন্ম। আদ জাতিকে 'আদে উলা' (প্রথম আদ) এবং এদেরকে অনেক সময় 'আদে সানিয়া' (দ্বিতীয় আদ) বলা হয়।
- **নবী:** হজরত সালেহ (আ.)।
- **আযাব:** ভয়ানক গর্জন (সাইহা) ও ভূমিকম্প।

৬৩। সামুদ জাতি কারা? তাদের বাসস্থান কোথায় ছিল? বর্ণনা কর। (من هم قوم ثمود؟ واين كانت مساكنهم؟ بين)

উত্তর: পরিচয়: সামুদ জাতি ছিল আদ জাতির ধ্বংসের পর আরবের অন্যতম শক্তিশালী ও সম্পদশালী জাতি। তারা মূর্তিপূজক ছিল এবং হজরত সালেহ (আ.)-এর উটনী হত্যার অপরাধে তাদের ধ্বংস করা হয়।

বাসস্থান: তাদের বাসভূমি ছিল **'আল-হিজর' (الحجر)** নামক স্থানে। বর্তমানে এটি সৌদি আরবের মদিনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, যা 'মাদায়েনে সালেহ' নামে পরিচিত। তারা পাহাড় খোদাই করে সুরম্য ও নিরাপদ গৃহ নির্মাণ করত, যা আজও বিদ্যমান রয়েছে।

৬৪। হজরত সালেহ (আ) কি দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ রাসুলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? (هل صالح عليه السلام من اولى العزم من الرسل؟)

উত্তর: না, হজরত সালেহ (আ.) 'উলুল আযম' (أُولُوا الْعَزْمِ) বা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কুরআনে 'উলুল আযম' রাসূল বলতে বিশেষ পাঁচজন নবীকে বোঝানো হয়েছে, যারা দ্বীনের পথে সর্বাধিক ধৈর্য ও কষ্টের পরীক্ষা দিয়েছেন।

উলুল আযম রাসূলগণ হলেন: ১. হজরত নূহ (আ.) ২. হজরত ইবরাহীম (আ.) ৩. হজরত মুসা (আ.) ৪. হজরত ঈসা (আ.) ৫. হজরত মুহাম্মাদ (সা.) হজরত সালেহ (আ.) একজন সম্মানিত রাসুল ছিলেন এবং সামুদ জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিশেষ মর্যাদার স্তরের অন্তর্ভুক্ত নন।

৬৫। সাইয়েদুনা হজরত শুয়াইব (আ)-কে কোন জনপদে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে জনপদবাসীর চরিত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খারাপ দিক উল্লেখ কর। (الى اية قرية ارسل سيدنا شعيب عليه السلام؟ اذكر اهم الجهات الشنيعة من اخلاقهم)

উত্তর: প্রেরিত জনপদ: হজরত শুয়াইব (আ.)-কে **'মাদইয়ান' (مَدْيَن)** জনপদে প্রেরণ করা হয়েছিল। এটি বর্তমান জর্ডান বা সিরিয়া সংলগ্ন একটি এলাকা।

চরিত্রের খারাপ দিকসমূহ: মাদইয়ানবাসীদের চরিত্রে তিনটি জঘন্য অপরাধ (الجهات الشنيعة) বিদ্যমান ছিল: ১. **শিরক (الشرك):** তারা এক আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে গাছ ও মূর্তির পূজা করত। ২. **ওজনে কম দেওয়া (تطفيف الميزان):** তারা মাপে কম দিত এবং মানুষের হক নষ্ট করত। দেওয়ার সময় কম দিত, কিন্তু নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নিত। ৩. **ডাকাতি ও অরাজকতা (قطع الطريق):** তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে থাকত, পথিকদের ভয় দেখাত, সম্পদ লুট করত এবং ঈমানদারদের দ্বীনের পথে বাধা দিত।

৬৬। মাদইয়ান ও আইকা জাতি কারা? তাদের পরিচয় বর্ণনা কর। (من هم قوم مدين والايكة؟ بين تعريفهم)

উত্তর: ১. মাদইয়ান (مَدْيَن): এরা হজরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র 'মাদইয়ান'-এর বংশধর। তারা যে এলাকায় বসবাস করত, সেই এলাকাটি তাদের নামেই 'মাদইয়ান' নামে পরিচিত ছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত কিন্তু ওজনে কম দেওয়ার রোগে আক্রান্ত ছিল।

২. আসহাবুল আইকা (اَصْحَابُ الْأَيْكَةِ): 'আইকা' অর্থ জঙ্গল বা ঘন বন। মাদইয়ানের নিকটবর্তী একটি বনাঞ্চলে যারা বসবাস করত, তাদের 'আসহাবুল আইকা' বা জঙ্গলের অধিবাসী বলা হয়। তারা একটি বিশেষ গাছ বা ঝোপের পূজা করত।

সম্পর্ক: অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, মাদইয়ান ও আইকাবাসী মূলত একই গোত্রের দুটি ভিন্ন বসতি অথবা পাশাপাশি দুটি জনপদ। হজরত শুয়াইব (আ.) উভয় দলের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৬৭। 'আকিমিস সালাতা তারাফাইন নাহারি...' এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কী? (ما هو سبب نزول الاية "اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من اليل ان الحسنات يذهبن السيئات ... الاية"؟)

উত্তর: শানে নুযুল: আবুল ইয়াসার বা নাবহান (রা.) নামক এক সাহাবী মদিনার এক বাগানে এক অপরিচিত নারীকে চুম্বন করে বসেন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি অনুতপ্ত হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে নিজের অপরাধ স্বীকার করে শাস্তির আবেদন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সূরা হুদ-এর ১১৪ নং আয়াত নাজিল করেন: (اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ) ''নিশ্চয়ই নেক আমল গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়।'' রাসূল (সা.) তাকে বললেন, ''তুমি কি আমাদের সাথে ওজু করে নামাজ পড়েছ?'' তিনি বললেন, ''হ্যাঁ।'' তখন নবীজি বললেন, ''যাও, নামাজ তোমার পাপের কাফফারা হয়ে গেছে।''

৬৮। মহান আল্লাহর বাণী 'আকিমিস সালাতা তারাফাইন নাহারি ওয়া যিলাফাম মিনাল লাইল' -এর তাফসীর কর। (فسر قوله تعالى "اقم الصلوة طرفى النهار وزلفا من اليل")

উত্তর: আয়াত: (وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ) **অর্থ:** ''আর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রথমাংশে নামাজ কায়েম কর।''

তাফসীর: মুফাসসিরগণের মতে, এই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে: **১. তারাফাইন নাহার (দিনের দুই প্রান্ত):**

- প্রথম প্রান্ত: **ফজর** (সুবহে সাদিক)।

- দ্বিতীয় প্রান্ত: **যোহর ও আসর** (দিনের শেষার্ধ)। অথবা কারো মতে ফজর ও মাগরিব। ২. **যুলাফাম মিনাল লাইল (রাতের প্রথমাংশ):**

- এর দ্বারা **মাগরিব ও এশা**-এর নামাজ বোঝানো হয়েছে। কারণ 'যুলাফ' শব্দটি রাতের সেই অংশকে বোঝায় যা দিনের নিকটবর্তী। সারকথা, এই আয়াতে নিয়মিত নামাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা গুনাহ মোচনের মাধ্যম।

৬৯। মহান আল্লাহর বাণী 'ইন্নাল হাসানাত ইউযহিবনাস সাইয়্যিআত' -দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? (ما المراد بالحسنات والسيئات في قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات)

উত্তর: ১. আল-হাসানাত (الْحَسَنٰتِ): অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে 'হাসানাত' বা নেক আমল বলতে বিশেষভাবে **'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ'** (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ) বোঝানো হয়েছে। নামাজ বান্দাকে পবিত্র করে। **২. আস-সাইয়্যিআত (السَّيِّاٰتِ):** এখানে 'সাইয়্যিআত' বলতে **'সাগীরা গুনাহ'** বা ছোট পাপসমূহ বোঝানো হয়েছে।

মর্মার্থ: মানুষ দুর্বলতার কারণে সারাদিনে যেসব ছোটখাটো গুনাহ করে ফেলে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বরকতে আল্লাহ তায়ালা সেগুলো ক্ষমা করে দেন। তবে 'কবিরা গুনাহ' (যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান) তওবা ছাড়া মাফ হয় না। রাসূল (সা.) বলেছেন, ''পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং এক জুমা থেকে অপর জুমা মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ, যদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়।''

৭০। নবীগণের কাহিনি উল্লেখের মাঝে রাসুল (স)-এর কী সান্ত্বনা রয়েছে? (ما هى التسلية للرسول (ص) بذكر قصص الانبياء؟)

উত্তর: সূরা হুদ-এর ১২০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ''আমি রাসূলদের এসব বৃত্তান্ত আপনার কাছে বর্ণনা করি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে মজবুত করি।'' **সান্ত্বনার দিকসমূহ: ১. একাকীত্ব দূরীকরণ:** নবীজি (সা.) জানলেন যে, কেবল তাঁকেই মিথ্যাবাদী বলা হয়নি বা নির্যাতন করা হয়নি; পূর্ববর্তী সব নবীকেই তাদের জাতি প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২. **ধৈর্য ধারণের প্রেরণা:** নূহ, হুদ ও সালেহ (আ.)-এর দীর্ঘ সংগ্রাম ও ধৈর্য নবীজিকে মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে সবর করার শক্তি জুগিয়েছে। ৩. **চূড়ান্ত বিজয়ের সুসংবাদ:** প্রতিটি কাহিনির শেষেই

দেখা গেছে—নবী ও মুমিনরা বিজয়ী হয়েছেন আর কাফেররা ধ্বংস হয়েছে। এটি নবীজিকে ইসলামি আন্দোলনের বিজয়ের ব্যাপারে আশান্বিত করেছে।

৭১। নবী ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين النبى والرسول؟)

উত্তর: শরয়ী পরিভাষায় নবী ও রাসুলের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে: **১. রাসুল (الرسول):** যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 'নতুন শরিয়ত' বা 'আসমানি কিতাব' প্রাপ্ত হন এবং তা প্রচারের নির্দেশ পান। সাধারণত রাসুলকে এমন জাতির কাছে পাঠানো হয় যারা কুফরিতে লিপ্ত। ২. **নবী (النبي):** যার কাছে আল্লাহর ওহী আসে, কিন্তু তাকে নতুন শরিয়ত দেওয়া হয় না। বরং তিনি পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত প্রচার করেন এবং সংরক্ষণ করেন।

সম্পর্ক: প্রত্যেক রাসুলই নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসুল নন। রাসুলের মর্যাদা ও দায়িত্বের পরিধি নবীর চেয়ে ব্যাপক। রাসুল সংখ্যায় ৩১৩ জন, আর নবী লক্ষাধিক।

৭২। আল কুরআনুল কারীমে কতজন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে? (كم من نبى ذكرت اسماءهم في القران الكريم؟)

উত্তর: পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা লক্ষাধিক নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন (হাদিস অনুযায়ী ১ লক্ষ ২৪ হাজার)। তবে পবিত্র আল-কুরআনে নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র **২৫ জন** নবীর কথা।

তাঁরা হলেন: আদম, ইদ্রিস, নূহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম, লুত, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইয়ুব, শুয়াইব, মুসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা, ইউনুস, যুল-কিফল, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)। [আলাইহিমুস সালাম]। সূরা আন-আমে একাধারে ১৮ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।